জয় বাংলা মুজিবর

কবি—মণীন্দ্রমোহন পণ্ডিত

মাদরাল সুভাষ নগর কলোনী
নৈহাটি, ২৪ পরগণা

নকল প্রমাণে আইনতঃ দণ্ডনীয়।

রেজিষ্টার্ড নং ১৫৫৬১

প্রথম মুদ্রণ [মূল্য দশ পয়সা]

॥ কবিতা আরম্ভ ॥

এবার শুনুন ভাই ২ বলে যাই, জয় বাংলার কথা,
একে একে শুনে যাবেন আছেন যত শ্রোতা।
সেখ মুজিবর ২ ভোটের পর জিতে গেলেন ভাই,
ইয়াহিয়ার কাছে বলেন স্বাধীন বাংলা চাই।
ইয়াহিয়া বলে ২ সেই স্থলে স্বাধীন নাহি পাবে,
যতদিন পাকিস্থান আমার হাতে রবে।
যুদ্ধ করতে হবে ২ তবে পাবে, জিততে যদি পারো,
স্বাধীন যদি নিতে চাও অস্ত্র এবার ধরো।
এই কথা বলে ২ যায় চলে, পশ্চিম পাকিস্থান,
হঠাৎ পাক সৈন্য ঢাকায় করে আক্রমণ
তারা বোম ফেলে ২ যায় চলে, বহু লোক মরে,
ষ্টেনগান মেশিনগান চালাইল জোরে।
এই ষ্টেনগান ২ মেশিনগান, যে দিকে যায়,
মানুষ গরু ঘর দুয়ার পুড়ে হয় ছাই।
স্কুলের ছেলে মেয়ে ২ উঠে যেয়ে, স্কুলেতে যখন,
পাক সৈন্য ঘিরে ফেলে যাইয়া তখন।
ধরে একে একে ২ মারে বুকে, গুলি বিদ্ধ করে,
সুন্দরী মেয়ে পেলে নিয়ে যায় ধরে।
পরে রাত্রিকালে ২ গ্রামাঞ্চলে, পাক সৈন্য যায়,
আমাদের মা বোনেরা যখন ঘুমায়।
ঘরে আগুন দিয়ে ২ দাঁড়াই গিয়ে রাস্তায় তখন,
গুলি করে মারে ছুটে আসে যে যখন।
তখন গুলি করে ২ প্রাণে মারে পড়ে ধড়াধড়,
বাচ্চাগুলো ছুড়ে ফেলে আগুনের ভিতর।

ভাল মেয়ে পেলে ২ বউ পেলে ধরে তাদের রাখে,
কিছুক্ষন পরে তাদের গুলি মারে বুকে।
আবার লুট করে ২ ঘরে ঘরে চাল টাকা সোনা,
কত লোক মারা গেল পরে হবে গোনা।
কত প্রাণ ভয়ে ২ যায় ধেয়ে বাড়ী ঘর ছেড়ে,
পেছন থেকে তাদের গুলি করে মারে।
মুজিবর সৈন্য ২ মহামান্য এই খবর পেয়ে,
যেথা আছে পাক সৈন্য সেথা যায় ধেয়ে।
মৌমাছির মত ২ শত শত যেয়ে পরে ঘাড়ে
যত ছিল পিস্তল বন্দুক সব নিল কেড়ে।
তাদের ঘিরে ফেলে ২ জেলের জালে মাছ যেমন ধরে
উকুন মারা করে তখন তাদের ধরে মারে।
তারা সৈন্য মেরে ২ ক্রোধ ভরে আগুন নিভায়,
তারপর জয় বাংলার নিশান উড়ায়।
শুনুন তারপরে ২ ধীরে ধীরে বলিব এখন,
কেমন করে চট্টগ্রাম হইল নিধন।
চট্টগ্রামের কথা ২ বলি হেথা শুনুন দিয়ে মন,
পাক সৈন্য কেমন কোরে করে আক্রমন।
সে যে পাক ফৌজ ২ রোজ রোজ শহর উপর,
বোমা বর্ষণ উপর থেকে করে ঐ সহরে।
সেযে জলট্যাঙ্ক ২ পাটন ট্যাঙ্ক কত ধংশ হল,
স্কুল কলেজ অফিস বাড়ী কত পোড়াইল।
তারা ধংশ করে ২ ঐ সহরে ইচ্ছামত ভাই,
মুক্তি ফৌজের সঙ্গে তাদের প্রচণ্ড লড়াই।

হয় মহাযুদ্ধ ২ কার সাধ্য নিবারিতে পারে,
উভয়ের সৈন্যক্ষয় হল ঐ সহরে।
বহু লোক মরে ২ ঘরে ঘরে আগুন জ্বালায়,
প্রাণ ভয়ে জনগণ তখন পালায়।
পাক সৈন্যগণ ২ ভাবে তখন কি করি উপায়।
সামান্য সৈন্য ছিল পালাইল ভাই।
তাদের অস্ত্রপাতি ২ রাতারাতিও দখল করে নিল,
মুক্তি ফৌজ জয় বাংলা নিশান তুলিল।
রাজসাহি জেলা ২ তার পালা কিছু বলে যায়,
হঠাৎ বোমা বর্ষণ ঐ জেলার মাথায়।
হল বহু ধ্বংস ২ স্কুলের অংশ কিছু মাত্র নাই,
দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সবাকেই জানাই।
ষাড়া ব্রীজ আছে ২ নয়কো মিছে আমি বলে যায়,
তিনশত পাক সৈন্য সেইখানেতে রয়।
ইহার সন্ধান পেয়ে ২ যায় ধেয়ে মুক্তিফৌজ যত,
চারিধারে ঘিরে গুলি ছোড়ে অবিরত।
সে যে পদ্মা নদী ২ নিরবধি খরতর ধারা,
মুক্তি ফৌজ দেখে পদ্মায় ঝাপিয়ে পড়ে তারা।
তারা জলে ভাসে ২ নদীর পাশে মুক্তিবাহিনী,
মাথা তুললে গুলি করে মারে তখনি।
তারা ডুবে মরে ২ নদীর নীরে শুনুন এখন,
তিনশত পাক সৈন্য এইখানে খতম।
শত্রু নিপাত করে ২ তুলে ওরে জয় বাংলার নিশান,
এতক্ষণে মুক্তি ফৌজ পাইল আশান।

—ছড়া—

ইয়াহিয়া মুজিবর,
দুই পক্ষে ঘোরতর।
যুদ্ধ বাধে পরস্পর,
ইয়াহির যত চর।
আসিল বাংলার পর,
লক্ষ লক্ষ নরবর।
এল চলে পর পর,
যত পাক বরবর।
মুজিবরের অনুচর,
দেখে তাদের অন্তর।
কাঁপিতেছে থরথর,
গুলি ছোড়ে ফড়ফড়।
ইয়াহিয়া যত চর,
বলে বাপু রক্ষা কর।
তনু হল জ্বরজ্বর,
ওরে তোরা সর সর!
চলে যায় নিজ ঘর,
ইয়াহিরে যেয়ে ধর।
সেই পেটু বরবর,
পাকিস্থানের ঈশ্বর।

তোমাদের উপর,
নিন্দা করে নিরন্তর।
তার কিছু নাহি ডর,
মুজিবরের যত চর।
রাগে করে গড়পড়,
ধরে তাদের মারে চড়
ভূমে পড়ে পাক চর,
করিতেছে ধড়ফড়।
অন্য যত ছিল চর,
দন্ত করে কড় মড়।
আছাড় কামড় চড়,
মারিতেছে ধড়াধড়।
ভয়ে তাদের অন্তর,
কাঁপিতেছে থর থর।
প্যাণ্ট নাই জামা পর
মুতে ফেলে ছড়ছড়।
মুখে না হ স্বরে স্বর,
গলা করে ঘড়ঘড়।
বেঁধে ফেলে তারপর,
পাঠাই হাজত ঘর।

সুর—লাল ঝুটি কাকাতুয়া

ইয়াহিয়া মরার জন্য ধরেছেন যে বায়না,
আয় আয় আয় তোরা দেখতে যাবি আয় না।
টিক্কা খান গুলি খেয়ে অক্কা পেল ভাই রে ?
তাই দেখে ইয়াহিয়া হিংসায় মরে যায় রে
কতলোক অক্কা পেল আমি কেন পাই না ॥
ইয়াহিয়া মরবে ওরে কে কে দেখতে যাবি আয়,
টিক্কা খার মরা দেখে, ভুট্টা বেটা খাবি খায়,
ইহার জন্য ভুট্টা বেটা বাংলায় আসতে চায় না।
বাংলা চায় কাশ্মির চায় আরও চায় কত কি,
মনে তার বড় আশা দেশ আছে যতটি,
এই সব রাজ্যগুলি আমায় কেন দেয় না।

গান—সুর কিনামে ডেকে

ইয়াহিয়া খান, বড় বেইমান,
বাঙ্গালীদের মেরে তিনি করিলেন শ্মশান
যশোহরে নাই বেশী আর হিন্দু মুসলমান,
স্ত্রীর সামনে গুলি করে বধে স্বামীর প্রাণ,
কোলের ছেলে কেড়ে নিয়ে নদীতে ভাষাণ
জন শূন্য করে দিলেন সোনার চট্টগ্রাম
পোড়ে বাড়ী, পোড়ে গাড়ী, পোড়ে কত গ্রাম,
নাই কি কভু এদের কাছে প্রাণের কোন দাম,
সত্যই কি এদের প্রাণ পাষাণে নির্ম্মাণ,
মানুষ মেরে ধ্বংস করে তুলে যে নিশান।

গান—সুর সাত ভাই চম্পা

সাত কোটী বন্ধু জাগরে জাগরে,
ঘুম যেন থাকে না চোখের উপরে
শিহরে শত্রু এল তোমার
চেয়ে এবার দেখো, কেন নীরব থাকো,
কেন ঘুমে জ্ঞান হারা
দাও সাড়া গো সাড়া ॥
ও সাত কোটি ভাই এক মায়ের সন্তান,
কোথায় আছে তোমাদের রাইফেল কামান,
এবার বাহির কর, শত্রুর সামনে ধর,
শত্রু আসে না যেন আমাদের পারে ॥
ওরে শত্রু ধ্বংস করে তোল নিশান,
আয় আয়রে চলে সবে বাঙ্গালার জোয়ান।
জয় বাংলা বলে, জয় পতাকা তুলে,
ভয় করনা যেন ইয়াহিয়ার ডরে ॥

সুর—ডি, এল, রায়

বাঙ্গালীর বংশ, করিল ধ্বংস, ভুট্টো খাঁ আর ইয়াহ খাছ,
'বাঙ্গালীর রক্তে বহিছে স্রোত শোন ভাই হিন্দু মুসলমান।
বাঙ্গালীর ছেলে বাঙ্গালীর মেয়ে মরে তারা এবার হল শেষ,
বাকী যে বাঙ্গালী হইল কাঙ্গালী ছেড়ে চলে যায় নিজের দেশ
পথে যেতে যেতে মিলিটারীর সাথে যদি দেখা হয় নাইরে ত্রাণ
এই বুঝি ওরে বাঙ্গালীর একতা কতলোক মল শুনেছ যে কথা
এসব কথা আজ শুনিবে কে তা বাঙ্গালীদের কি আছেরে কান
মরিছে বাঙ্গালী কাঁদিছে বাঙ্গালী ভাবিছে বাঙ্গালী সর্ব্বক্ষণ,
বাঙ্গালীর ওরে কে কাঁদিবে ওরে চেয়ে দেখ সারা বিশ্বখান ॥

সুর—ভাটিয়ালী

সোনার পাকিস্থান, আমি তোরে ভালবাসি,
তোর ঠেলায় পালিয়ে এসে (বই) বেচি দিবানিশি।
সোনার পাকিস্থান··· ··· ··· ···
পিতামাতা শেষ করেছ, বাড়ী ঘর কেড়ে নিয়েছো,
আমাকে আর কি দিয়েছো, (তাই) শোক সাগরে ভাসি
সোনার পাকিস্থান··· ··· ··· ···
যখন আমি উঠেছিলাম, অশ্রুজল দিয়ে এলাম,
তোর জ্বালায় ফকির হলাম, কাঁদি অহরনিশি।
সোনার পাকিস্থান·· ··· ··· ··

সুর—প্রভাতী

জয় বাংলা জয় বাংলা বলে আনন্দে গান গাও রে।
জয় বাংলা বলিয়ে সবে মেতে সবে যাও রে॥
জয় বাংলা··· ··· ··· ··· ···
এযে আমার সোনার বাংলা নাইক এমন দেশ রে।
একে একে বাঙ্গালীরা সবাই হল শেষ রে—
জয় বাংলা··· ··· ··· ···
জাগরে সবে উঠবে সবে, লাগরে সবে কাজে রে।
শিহরে দাঁড়িয়ে শমন, এখন কি ঘুম সাজেরে।
জয় বাংলা··· ··· ··· ···